দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্রলীগের অবরোধ ঃ ভর্তি পরীক্ষা হয়নি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি দ্রুত জটিলতার দিকে যাচ্ছে

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার (৭ মে) ঃ অবিরাম ছাত্র ধর্মঘটের পরিবর্তে ছাত্রলীগের ডাকে লাগাতার অবরোধের আজ প্রথম দিনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়েছে। পূর্ব-নির্ধারিত প্রথম বর্ষ অনার্স কলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা আজ অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে ভার্সিটিতে ভর্তি হতে আগত কয়েক হাজার

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে। ছাত্রলীগ ভার্সিটির ১নং সড়কের শাখায় অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেছে। অবরোধের প্রতিবাদে ছাত্র শিবির আজ ভিসির বাসভবন ঘেরাও করে। গত সোমবার ভার্সিটিতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য স্থান দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ ও গোলাগুলীর পর এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা তদন্তে সরকার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বর্তমান অবস্থায় সার্বিক পরিস্থিতি দ্রুত জটিলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (সার্বিক) নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেছে। তদন্ত কমিটির আবার দুইজনের মধ্যে একজন ভিসির প্রতিনিধি ও অপরজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শহীদুল ইসলাম। এদিকে জেলা পুলিশ সুপার আবদুর রউফ ও ডিআইজি আবদুর রহিম আজ ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেছেন। বেলা ১২টায় তারা ক্যাম্পাস পরিদর্শন শেষে ভিসির বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, রেজিস্ট্রার প্রফেসর মাহবুব মজুমদার, প্রক্টর খান তৌহিদ ওসমান, স্থানীয় সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, প্রভোস্ট ও ডীনগণ উপস্থিত ছিলেন। বিকেল ৫ টায় বৈঠক শেষ হয়। বৈঠক চলাকালে বেলা ১২টায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের একটি মিছিল অতর্কিতে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করে। এ সময় তারা ৫ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। তাদের দাবী-দাওয়া বিবেচনা-সাপেক্ষে বাস্তবায়নের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বেলা ২টার পর তারা ঘেরাও প্রত্যাহার করে। এদিকে সোমবারের ঘটনার ব্যাপারে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোমবারের ঘটনার জন্য সম্পূর্ণরূপে শিবিরকে দোষারোপ করে বলেছে, পুলিশের উপস্থিতিতে শিবিরের সন্ত্রাসীরা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ বিনা উস্কানীতে ছাত্রলীগের মিছিলে হামলা চালায়। তাদের হামলায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকসহ ১০/১২ জন আহত হয়। পরবর্তীতে এডিসি জনাব মারুফ হাসান ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে মদনপীরের মাজার এলাকায় স্থানীয় জোবরা গ্রামের কিছু সন্ত্রাসী পরিকল্পিতভাবে তার গাড়ীতে হামলা চালায়। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ চিন্তা করে ছাত্রলীগ আগামী ১০ মে পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষাসমূহ অবরোধের আওতামুক্ত বলে জানায়। এদিকে শিবির সভাপতি জিএম রহিমুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত ভিসিকে দেয়া এক স্মারকলিপিতে সোমবারের ঘটনার জন্য সম্পূর্ণরূপে ছাত্রলীগকে দায়ী করা হয়। এতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার, ১নং সড়কের মাথায় অবরোধের নামে সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়।